দ: কো রি য়া

অবৈধ বিদেশী শ্রমিক ধরপাকড় অভিযান

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের নিত্যনতুন আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে না পেরে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত বিদেশী শ্রমিকরা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

দীর্ঘদিনের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত ১৫ জুলাই সরকার ঘোষণা দিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত বিদেশী অবৈধ শ্রমিকদের ধরে বের করে দেবে। সে অনুযায়ী চলছে অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান। ইতিমধ্যে প্রায় ৫ হাজার বিদেশী শ্রমিক ধরা পড়ে জেলে মানবেতর জীবন যাপন করছে। দেশে ফেরার অনিশ্চয়তায় জীবন কাটাচ্ছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ থেকে ট্রেনিং ভিসায় লোক বা বৈধ বিদেশী শ্রমিক আনার ব্যবস্থা চলছে। এই উচ্ছেদ অভিযানের নিন্দা ও ঘৃণা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত বিদেশী শ্রমিকরা, তাদের সংগঠনগুলো, মানবাধিকার সংস্থা, এজিওসহ কোম্পানির মালিকরা।

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে। প্রচুর শিল্প কারখানা গড়ে ওঠায় রয়েছে লাখ লাখ কর্মসংস্থান। সেই সঙ্গে শ্রমিক সংকটের কারণে বিদেশী শ্রমিকদের রয়েছে সন্তোষজনক চাহিদা। এই চাহিদা পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলো থেকে ১৯৭৮ সালের 'সিউল অলিম্পিক' অনুষ্ঠিত হবার পর থেকে এ দেশে আসছে চাকরির সন্ধানে।

উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, কোরিয়ার শিল্প উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার কারণে অনেক কোরিয়ান ফ্যাক্টরিতে কাজ না করে বা কাজ ছেড়ে দিয়ে ছোট এবং মাঝারি শিল্প গড়ে তুলছে। কখনো একক প্রচেষ্টায় আবার কখনো যৌথভাবে। এর জন্য অবশ্য ব্যাংকও আগ্রহ দেখাচ্ছে। অতি সহজ শর্তে স্থানীয় ও বিদেশী ব্যাংকগুলো শিল্প ঋণ দিয়ে ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহযোগিতা করছে। অনেকটা সফলও তারা। (স্যামসং, এলজি, দাইয়ুসহ বিখ্যাত কোম্পানিগুলো তারই প্রমাণ)। সেই সূত্র ধরে প্রচুর শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশাল শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক চাহিদা জোগান দেয়া কষ্টসাধ্য ছিলো শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে।

এই শ্রমিক চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশী শ্রমিক আনার প্রস্তাবও বেশ ক'বার সংসদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এই শ্রমিক চাহিদার অবস্থান জানতে পেরে বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত দেশের নারী-পুরুষ সোনার হরিণের পেছনে ছুটে স্বপ্নের দেশ কোরিয়ায় আসে বিভিন্ন বৈধ, অবৈধ পথ অবলম্বন করে। ৯০ দশকের প্রথম দিকে কোরিয়ানদের কিছু অসভ্য, অকথ্য আচরণ প্রবাসীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, মানবাধিকার সংস্থা, এনজিও, শ্রমিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রচারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বিদেশী শ্রমিকদের ভাবমূর্তি ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বতর হতে থাকে। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রবাসীদের দক্ষতা, নিষ্ঠা আর কর্মতৎপরতার গুণে কোরিয়ান শ্রমিকদের মাঝে তারা অবস্থান শক্ত করে নেয়। ক্রমেই বিদেশী শ্রমিকরা যোগ্যতার বলে মালিকদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সামাজিক অবস্থানের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরো বৃদ্ধি পায় বেতন-ভাতা ও বাসস্থানের সুবিধা। কোথাও কোথাও এমনও দেখা গেছে, কোরিয়ানদের চাইতে ভালো আছে বিদেশীরা। কর্মতৎপরতায় দক্ষ হওয়ায় তারা কোরিয়ানদের চেয়ে বেশি বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছে।

এর মাঝে '৯০ সালের পর এবং মাঝে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ২০০২ সালের মার্চ থেকে ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বিদেশী অবৈধ শ্রমিকদের ভিসা বা কাজের অনুমতি দেয়। পরে ভিসা নিয়ে জানা গেল এটা ভিসা বা কাজের অনুমতি নয়। দেশে ফেরার জন্য বৈধ প্রস্তুতির অনুমতি এবং কোরিয়াতে কতজন অবৈধ বিদেশী রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত। কিন্তু হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে অনেক মিছিল-মিটিংয়ের মাধ্যমে এর প্রতিবাদও করা হয়েছে। এরপর হঠাৎ করে ২০০৩ সালে আবার ভিসা বা কাজের অনুমতি দেয়ার ঘোষণা দেয়। তবে যাদের অবস্থান কোরিয়াতে পাঁচ বছরের নিচে তারাই এ অনুমতি পাবে এবং যাদের পাঁচ বছরের বেশি অবস্থান তাদের শিগগিরই দেশে ফেরত যেতে বলা হয়। অন্যথায় ধরে পাঠিয়ে দেবে। এছাড়া এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, যারা চার বছর ধরে কোরিয়ায় রয়েছে তারা নিজ দেশে গিয়ে ভিসা নিয়ে আবার আসতে পারবে এবং চার বছরের নিচে বা তিন বছরের কম অবস্থানকারীরা কোরিয়াতেই ভিসা পাবে। অথচ কোরিয়ার শিল্প উন্নয়নে ৯০ দশকের পর থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আর তারাই হলো অবহেলিত। কোরিয়া সরকারের এই দ্বিমুখী আচরণে কোরিয়ার সাধারণ শ্রমিকসহ কোম্পানির মালিকরা বেশ ক্ষুব্ধ ও মনোক্ষুণ্ন হয়েছে। যার প্রভাব বিগত নির্বাচনে পড়েছে। আগামী নির্বাচনেও পড়বে বলে অনেকের ধারণা। কারণ হিসেবে দেখা গেছে, 'পুরান চালে ভাতে বাড়ে'। পুরনো বিদেশী শ্রমিকরা স্ব স্ব কাজে দক্ষ। যোগ্যতার মাপকাঠিতে নতুনদের চাইতে তাদের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। সামাজিক আচরণ এবং ভাষাগত দখল ও যোগ্যতা উল্লেখযোগ্য। যার কারণে মালিক পক্ষ পুরনো বিদেশী শ্রমিকদের ওপর বেশি নির্ভরশীল। এমনও অনেক কোম্পানি রয়েছে যার দায়িত্ব সাধারণত শ্রমিক হতে অফিস পরিচালনা পর্যন্ত বিদেশী শ্রমিকদের হাতে ন্যস্ত। এছাড়া ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮০ ভাগই বিদেশী শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় তিন লক্ষাধিক বিদেশী শ্রমিকের মধ্যে অর্ধেক অবৈধ। মূল কথা হলো, এই অর্ধেক সংখ্যক পুরাতন শ্রমিকই কোম্পানির মালিকের বেশি পছন্দ। যেহেতু নতুনদের কম দক্ষতা রয়েছে। সেহেতু মালিকরা পুরাতন শ্রমিকদের কাজে পেতে বেশি আগ্রহী। এসব কারণে সরকার উভয় সংকটে পড়েছে। তাই মাঝে মাঝেই উদ্ভট সব নিয়মের ঘোষণা দিয়ে থাকে। সরকারের এই নিয়ম বহির্ভূত আইনের জন্য বিভিন্ন সংগঠন দীর্ঘদিন যাবৎ লাগাতার আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু সরকারের দ্বিধার জন্য তেমন কোনো সুরাহা হচ্ছে না। বিদেশী শ্রমিকদের

মিছিল-মিটিংয়ে বেশ কয়েকবার অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে।

এই সহিংস ও অপ্রীতিকর ঘটনার পরও সরকার নীরব থেকেছে আগের মতোই। ১৯৯৮ সালে আইএমএফ (I.M.F)-এর ঋণ সুদের চাপের কারণে এবং সরকারের অসাংগঠনিক ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ধসে পড়লে প্রবাসী শ্রমিকদের ওপরও নেমে আসে দুর্ভোগ। সেই সময় শত শত শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো ঘোষণা ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী শ্রমিকরা বেতন-ভাতা থেকে হয় বঞ্চিত। হাজার হাজার শ্রমিক চাকরি হারাতে বাধ্য হয়। এরপর কোরিয়ায় জনগণের দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কারণে সেই প্রতিকূল অবস্থা অনেকটা কাটিয়ে উঠলেও আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। সরকার বদল হলেও উন্নয়নের সেই পূর্ব স্রোতধারা তেমনভাবে চলছে না। ক্রমেই যেন কোরিয়া পিছিয়ে পড়ছে আন্তর্জাতিক শিল্পায়নের মিছিল থেকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। তা খুব সামান্য। কিন্তু উন্নয়নে জোয়ারে ভাসতে তারা চেষ্টার ত্রুটি করছে না। এদিকে পুরনো বিদেশী শ্রমিকদের ওপর ঘোষণাকৃত হুলিয়া জারি অব্যাহত রয়েছে। অবৈধ ধরপাকড়, জেল-জরিমানাসহ নানা মানবাধিকারবিরোধী হুলিয়ায় ইতিমধ্যে হাজার হাজার অবৈধ শ্রমিক ধরে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার চাপ তেমন গ্রাহ্য করেনি কোরিয়া সরকার। হঠাৎ গত ১৫ জুলাই আইন মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় বিদেশী শ্রমিক ও কোরিয়ান মালিকরা দিশেহারা অবস্থায় পড়েছে। ঘোষণায় বিদেশী অবৈধ শ্রমিক দেশে ফেরত পাঠিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে বৈধভাবে ট্রেনিং ভিসায় শ্রমিক এনে চাহিদা পূরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পুরনো শ্রমিকদের ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত তারা দেয়নি।

১৫ জুলাইয়ের ঘোষণায় মালিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো মালিক যদি বিদেশী অবৈধ শ্রমিক নিয়োগ করে বা ঘোষণা দেয়ার পরও চাকরিতে বহাল রাখে তাহলে মালিকদের প্রায় দশ লাখ টাকার মতো জরিমানা করা হবে এবং তিন বছরের জন্য সেই মালিক কোনো বৈধ বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে না। এমনকি কোম্পানির লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল করে দেয়া হবে। আগের ঘোষণাগুলো এতো নিষ্ঠুর ও কঠিন ছিল না। মালিকরা ঘোষণার তেমন পাত্তা না দিয়ে বৈধ-অবৈধ সমভাবে শ্রমিক নিয়োগ করছে।

কিন্তু এবারের ঘোষণায় মালিকদের মাঝে বেশ ভীতি দেখা যাচ্ছে। অনেকেই ধরা পড়ার ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বৈধ বন্ধুর সহযোগিতায় এনে নিচ্ছে। অনেকে আবার অর্থাভাবে দেশেও যেতে পারছে না।

তারপরও ভবিষ্যতে যদি আবার নতুন কোনো নিয়ম হয়, এই আশা বুকে ধারণ করে থেকে যাচ্ছে। মেঘের আড়ালের সূর্য যদি উঁকি দেয় শেষ বিকেলে।

Rana, Youngjin Co.Ltd
184 Oryodong, Sogo,
Incheon, 404-300, South Korea.

নগ্ন খবর পাঠিকা

কোরিয়ানদের কুকুরপ্রীতি প্রিয় একটি বিচিত্রধর্মী লেখা প্রথমবারের মতো সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশের পর দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পাঠক আমাকে চিঠি ও ফোন করেছেন। অনেকের সঙ্গে ইতিমধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই মজাদার অনুভূতির দরুন সময় পেলেই ২০০০-এর জন্য কিছু লিখতে বসে যাই।

পাঠক বন্ধুরা আজ এক অবাক ঘটনার বর্ণনা দিতে কলম ধরেছি। দিনটি ছিলো রোববার ছুটির দিন। অলস মস্তিষ্কের Sky life নামক কোরিয়ার স্যাটেলাইটের অসংখ্য চ্যানেলের মধ্যে ৩০৩ নাম্বার (Spice tv) বটমে চাপ দিতেই টিভির পর্দায় ভেসে এলো পেন্টি এবং ব্রা পরিহিত এক তরুণী কাগজ হাতে বিশ্বের সংবাদ শিরোনাম পড়ে যাচ্ছেন। হেড লাইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিভি স্ক্রিনে ভেসে আসছে ইরাক ঘটনার বিভিন্ন চিত্র, আল-কায়েদার সংবাদ, ইন্ডিয়ার নির্বাচন ও বুশ-ব্লেয়ারসহ বিভিন্নজনের ছবি।

এবার বিস্তারিত সংবাদ পড়তে পড়তে দন্ডায়মান সুঠাম দেহের সংবাদ পাঠিকা এক হাত দিয়ে তার পেন্টিটি খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর তার বুকের ওপরের অবশিষ্ট বস্ত্রটুকুও ঝুলে পড়ে গেলো নিচে। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ সংবাদ পাঠের পর খেলার খবরে দেখা গেলো একদল মহিলা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে খেলার মাঠে নামছেন। একই পদ্ধতিতে আবহাওয়ার সংবাদ নিয়ে এলেন সোনালিকেশী এক সুন্দরী। তিনি পৃথিবীর মানচিত্রে হাত দিয়ে হেঁটে হেঁটে জাপানে টাইফুনের সম্ভাবনা, ভারত ও বাংলাদেশে বন্যার পূর্বাভাস দিয়ে যাচ্ছেন। পাঠক নিশ্চয়ই আমার মতো আপনারাও অবাক হয়েছেন এই বিচিত্র সংবাদ পাঠের খবর শুনে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় এসে আইনমন্ত্রীর আফসোস

গত বছরের ৩০ মে সিউলের বাংলাদেশ দূতাবাসে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহ্মদ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে আফসোস করে বলেছিলেন, দশক চারেক আগেও বাংলাদেশ এবং কোরিয়ার জিডিপি প্রায় সমান ছিলো। কিন্তু আজ কোরিয়ার যে উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে এই অবস্থায় তারা দাঁড়িয়ে থাকলেও আমরা ৫০ বছর রানওয়ে দৌড়ে তাদের অবস্থানে পৌঁছতে পারবো কি না সন্দেহ আছে। মন্ত্রী তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উপ-রাষ্ট্রপতিসহ দীর্ঘদিন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও দেশের উন্নয়নের অন্তরায়গুলো অকপটে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, কোরিয়া ৭০ ভাগ পাহাড়ঘেরা। নেই কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ। বছরের কয়েক মাস বরফে ঢেকে থাকে। তবুও কঠোর শ্রম ও দেশপ্রেমিক এই জাতি পৃথিবীর দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এতো জনশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার পরও পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের খেতাবে ভূষিত হই। বাংলাদেশে অত্যন্ত ব্যস্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সঙ্গে কোরিয়া বিএনপিসহ আগত অন্য প্রবাসীরা দূতাবাসসহ মন্ত্রীর অবস্থানরত হোটেলে দীর্ঘক্ষণ খোলামেলা কথা বলতে পেরে খুশি হন। মন্ত্রী তার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সাফল্য প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি প্রবাসীদের বিভিন্ন মতামত ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন।

মোরশেদ আলম (প্রিন্স), সাধারণ সম্পাদক (দক্ষিণ কোরিয়া বিএনপি)
Taelim Air Devicesx Eng. Co. Ltd, 668-1,
Gungpyong-Ri, Dochuck-Myun, Kwangin-Gun,
Kyunggi-do, 464-880, South Korea, Ph. 016-9217-1298

সু ।ই ।ডে ।ন

সুইডেনের চরমপন্থি সংগঠন

সুইডেনের গুপ্তপুলিশ 'স্যাপো'র চরমপন্থি সংগঠন বিশেষজ্ঞ থুর্বিয়ন একব্লমের মতানুযায়ী চরমপন্থি জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। আগে চরমপন্থি সংগঠনগুলো প্রকাশ্য কোনো দল বা সংগঠনের ছত্রছায়ায় অবস্থান করতো, কিন্তু বর্তমানে চরমপন্থি সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করেছে। নব্বই দশকে এই ধরনের সংগঠনগুলো কিছু বিচ্ছিন্ন তৎপরতা প্রকাশ করলেও বর্তমানে তারা আরো সংগঠিত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। গত ৭ জুন (২০০৪) স্টকহোমের সদরমাল্ম ও গামলাস্তনে চরমপন্থি সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে আক্রমণাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রায় ২৫০ জন 'হোইট পাওয়ার' সমর্থক মারিয়াথরিতে খালি বোতল ও পাথর ছুঁড়ে আক্রমণের সূচনা করে। ১৯৯৭-এর পর এই প্রথম এতো সংখ্যক 'নব্যনাজি' প্রকাশ্যে স্টকহোমে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্বে তাদের কার্যক্রম বিচ্ছিন্নভাবেও স্টকহোমের বাইরের শহরগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। নব্বই দশকে 'নব্যনাজিরা' বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা ঘটায় যেমন, কবরস্থানের নামফলক উঠিয়ে ফেলা, মিছিল, বিভিন্ন স্থানে এথনিক গ্রুপকে আক্রমণ ইত্যাদি। ঐ সময় Dagens Nyheter, Expressen সহ প্রায় সবক'টি প্রভাবশালী দৈনিক প্রতিবাদস্বরূপ 'নব্যনাজি'দের ছবিসহ এক দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করে। তালিকা প্রকাশের পর সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে 'নব্যনাজি'দের সরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে 'নব্যনাজি'রা আরো সংগঠিত হয়ে প্রকাশ্যে এসেছে। বিদেশীদের ওপর আক্রমণ, মসজিদগুলোর ওপর আক্রমণের মাত্রা বিগত বছরগুলো থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৩ জুন, শনিবার স্টকহোমের প্রাণকেন্দ্র ভসাপার্কে 'নব্যনাজি'রা এক সভায় মিলিত হয়। যদিও সঠিক বোঝা যায়নি 'নব্য নাজি'দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছি কি না। তবে গত বছর সালেমে ডেমোস্ট্রেশনে অংশ নেয় প্রায় ২০০০ 'নব্যনাজি'। ঐ সংখ্যা আগের বছরগুলোর চেয়ে ৫০০ জন বেশি।

সুইডেনে কয়েকটি নাজি সংগঠন

১. হোয়াইট পাওয়ার : সালেমে এই সংগঠনই বড় শোডাউন করে। ২. ইন্‌ফো : ইন্টারনেট মাধ্যম একটি নাজি সংগঠন। ৩. সুইডেন প্রতিরক্ষা : এটি মূলত মিলিটান্ট, অস্ত্রধারী সংগঠন। ৪. ন্যাশনাল ফ্রন্ট : সবচেয়ে বৃহৎ হিটলার সমর্থক সংগঠন। ৫. ব্লাড অ্যান্ড অনার: ইংল্যান্ডে গঠিত রেসিস্ট সংগঠন, সুইডেনেও শাখা রয়েছে। মূলত ইন্টারনেট মাধ্যম।

লিয়াকত হোসেন, সুইডেন
liakathossain@yahoo.com

ঈদের ছুটি

ঈদের ছুটি বলে কোনো ছুটি সুইডেনের নেই। সুইডেনে এমনিতেই ছুটিছাটা কম। এমনকি জাতীয় দিবসেও ছুটি নেই। ঈদ এলে প্রবাসীরা আগে থেকেই সেমিস্টার অথবা সকালে কয়েক ঘণ্টা ছুটি নিয়ে নামাজ পড়েই আবার অফিসে দৌড়ান। এতো গেল চাকরিজীবীদের কথা, স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও ছুটি নেই। কাজেই প্রবাসীদের ঈদের আনন্দ নেই বললেই চলে। গতানুগতিকভাবে ঈদের দিনেও অফিসে যাওয়া, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ক্লান্ত শরীরে বিশ্রাম নিয়ে আবার পরদিন অফিসের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো সিকটুনা কমিউন, কমিউনের সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমজানের রোজার পর ঈদের ছুটি ঘোষণা করেছে। ঐদিন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরাও ঈদের ছুটি ভোগ করবে। সমগ্র সুইডেনে সিকটুনা কমিউনই সর্বপ্রথম এই ছুটি ঘোষণা করলো। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সুইডেনের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক Dagens Nyheter গত ১১ জুন প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটি প্রকাশ করে। সিকটুনার পর আরো কয়েকটি কমিউন এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। রিংকেবি নগর কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে জানাচ্ছে, ঈদের দিন ছাত্রছাত্রীরা ছুটি উপভোগ করবে তবে শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক কোনো সভা, কার্যক্রম বা কোর্স ঐ দিনটিতে ফেলা হবে। রিংকেবির এ মডেলটি অনেক কমিউন গ্রহণ করতে পারে। সিসতা, স্পোঙ্গা-টেন্সটা এলাকার সোশ্যালডেমোক্রেট দল রিংকেবির প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়েছে। বোতর্সিকা, সদরতালি, হানিঙ্গে, সুন্দবিবেরি এলাকা এবং কমিউনগুলো ঈদের ছুটির বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঈদের ছুটি নিয়ে বিভিন্ন মতবিরোধ থাকলেও ঈদের ছুটি অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হচ্ছে।

মা ।ল ।য়ে ।শি ।য়া

ব্যর্থতার ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আছি একা

আজ অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকাকে। জীবন কারোর জন্য থেমে থাকে না, কথাটি চিরন্তন সত্য। কিন্তু আজ জীবনের এমনই এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি, শুধু বারবার মনে হচ্ছে ব্যর্থতার ধ্বংসস্তূপে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা। দুঃখের সমাহারে আমার জীবন হয়েছে এক ক্লান্ত বাসের মেশিন। ঘট ঘট শব্দে ধোঁয়া উড়ছে, কাঁপছে প্রতিটি অঙ্গ তার। রোদ বাতাস ঘনীভূত হয়ে আসছে, ডাস্টবিনের ময়লার গন্ধে মাথা পেট চক্রাকারে ঘুরছে। কেন, কোথায় কিভাবে? এ তিনটি প্রশ্নের মাঝে আমি আজ নিজেকে হারিয়ে যেতে বসেছি। নিদ্রাবিহীন দু'টি চোখ ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অ্যালকহলের মাতাল নেশায় কিছুটা আঁচ করতে পারছি, অসমতল উঁচু-নিচু পথে দৌড়াতে গিয়ে আমি ক্লান্ত। শূন্য এক অচেনা অজানা কোনো এক গহিন অরণ্যে পথহারা পথিক যার কোনো গন্তব্য নেই। নেই কোনো সঙ্গী, নিঃস্ব, একাকী। কিন্তু এমন তো ছিলো না আমার জীবন। প্রতিটি মুহূর্ত, চিন্তা চেতনায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, উদ্দীপনায় ছিলো বাতাসে আন্দোলিত ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো উজ্জীবিত। সুউচ্চ পাহাড় থেকে নৃত্যের তালে ঝরনার প্রাণচাঞ্চল্যের মতো মনোহর ও চঞ্চল। আবার কখনো কখনো ড্রেসিং টেবিলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার একটু হাসতে চেয়েছি, ম্লান হয়ে যাওয়া অবয়বে সামান্য চাকচিক্য দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে হাসি দেখে নিজেই অপমানিত বোধ করছি। মানুষকে আনন্দ নিতে গিয়ে মনের অজান্তে আমি নিজেই যে এখন আনন্দহারা হয়ে পাথর হতে বসেছি। তবুও আমি তাকিয়ে আছি সেদিকে...। মনে হচ্ছে ব্যর্থতার ধ্বংসস্তূপে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা।

Suharab Khan
C/o. Litro Industry S/B,
168 Jalan Perigi Nanas 8/13
Pulau Indah Industrial Park,
West Port. 42920 Port Klang,
Selangor, Malaysia.

দ: । কো । রি । য়া

এক গ্রীষ্মের ছুটিতে সমুদ্র সৈকতে

এখন আগস্টের প্রথম সপ্তাহ, তাই এখানকার আবহাওয়া প্রচন্ড গরম, কখনো কখনো এখানকার তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে ওঠে। তাই এ গরমের সিজনে প্রতি বছর এখানকার কোম্পানিগুলো ৩-৭ দিনের ছুটি দিয়ে থাকে। সুতরাং আমার কোম্পানিও এর ব্যতিক্রম হলো না। এবার অবশ্য আমার কোম্পানির ছুটি দীর্ঘ আট দিনের। অর্থাৎ ৫-১২ আগস্ট পর্যন্ত। ছুটি দেবার আগের দিনও আমি জানতাম না যে, আগামীকাল থেকে গরমের ছুটি শুরু হবে। ঐ দিন পুরোবেলার কাজ অর্ধবেলায় শেষ করে ফেলি। কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়াতে রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটছি আর প্রচন্ড গরমে আইসক্রিম খাচ্ছি। চিন্তা করছি এই দীর্ঘ ছুটিতে কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়। এমন সময় Kim young jun নামে এক মেয়ে আমার কাছে ফোন করে। অবশ্য ঐ মেয়েকে Miss Kim বলে ডাকতাম। মিস কিম আমাকে ফোনে বলল তোমার কোম্পানির ছুটি কবে থেকে? উত্তরে তাকে আমি বললাম, আগামীকাল থেকে শুরু হবে। সঙ্গে সঙ্গে মিস কিম বলে উঠলো, তাহলে চল আমরা কোনো সমুদ্র সৈকত থেকে ঘুরে আসি। মিস কিমের কথা শুনে আমিও রাজি হয়ে গেলাম। ঠিক হলো Busan-এর Haeundae Beach-এ যাবার। এই বিচটি দক্ষিণ কোরিয়ার একটি অতি পরিচিত সমুদ্র সৈকত। মিস কিমের যেকোনো একটা ব্যস্ততা থাকার দরুন ৫ তারিখে যাওয়া হলো না। ওর কথামতো ৬ তারিখে যাওয়া ঠিক করা হলো। ৫ তারিখে আমার রুমে রানা নামে দেশীয় এক বন্ধু বেড়াতে এলে ওর সঙ্গেই আমি সারাটা বেলা কাটিয়ে দেই। পরের দিন অর্থাৎ ৬ আগস্ট মিস কিমের কথামতো সকাল ৯.৩০ মিনিটে Seoul Rail Station-এ গিয়ে পৌঁছাই কিন্তু মিস কিম একটু দেরি করে এলো। কথা ছিল আমরা দ্রুতগামী ট্রেনে করে Busan পর্যন্ত যাব। তারপর Busan Railstation থেকে বাসে করে Haeundae Beach-এ চলে যাব। কিন্তু যাবার পরিকল্পনা মিস কিমের কারণে একটু ভিন্নতর হয়। কেননা, মিস কিমের ছোট মামার শরীর খারাপ হওয়ায় ওর মামার সঙ্গে দেখা করে তারপর ওখান থেকে বাসে করে Haeundae Beach-এ চলে যাবে। উপায়ান্তর না দেখে আমি রাজি হলাম। ওর মামার বাড়িটা ছিল Sowon City Osan Railstation-এর পাশেই। ওখানে একদিন থেকে পরের দিন Osan Bus Terminal থেকে ২৪,৮০০ ওন করে দুটো টিকেট নেই। ক্লান্তিহীন পুরো পাঁচ ঘণ্টার বাস জার্নি করে আমরা দু'জন Busan-এর Haeundae Beach-এ এসে পৌঁছাই। ঘড়িতে তখন প্রায় রাত ৮টার ওপরে। রাত ঘনিয়ে আসতে আমি ক্লান্ত শরীরে প্রথমে হোটেলে উঠতে চাইলাম। কিন্তু মিস কিম এতে বাধা দেয়। কেননা, হোটেলে উঠতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। সেজন্য পার্শ্ববর্তী এক গ্রাম থেকে একটি রুম ভাড়া নেই। যা দিনপ্রতি ৪০,০০০ ওন। সরাসরি আমরা দু'জন রুমে গিয়ে উঠি। ঐদিন রাতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন সকাল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি সমুদ্র সৈকত দেখার জন্য। প্রথমে সকালে কোনো রকম দু'জন দুটো রামিয়ন (নুডুলস জাতীয় খাবার) খেয়ে সমুদ্র পাড়ে যাই। সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য সমুদ্র পাড়। সমুদ্র পাড়ে অনেকক্ষণ থাকতে হবে সে জন্য আমরা একটি তাঁবু ভাড়া নেই ২৫,০০০ ওন দিয়ে। বাসা থেকে যাবার সময় আমি সাঁতারের ড্রেস নিয়ে যাই কিন্তু মিস কিমেরটা ভুলবশত ওর মামার বাসায় রেখে আসে। এ কারণে ওরটা নতুন করে কিনতে হয়, এরপর আমরা ড্রেস পরিবর্তন করে সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে নেমে পড়ি। কখনো বা সমুদ্রের পাড় থেকে টিউবে ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, কখনো বা পাড়ের বালি নিয়ে খেলা করছি। এ সমুদ্র সৈকত দেখার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক এসেছে আমাদের মতো। দেখতে দেখতে কখন যে দুপুর হয়ে গেছে তা টেরই পাইনি। যখন ক্ষুধায় পেট চো চো করছে তখন বুঝতে পারলাম যে, দুপুর ঘনিয়ে এসেছে। দুপুরে কি খাওয়া যায় আমি ঠিক করতে পারছিলাম না, তখন মিস কিমই বলল চল আমরা পাশের কোনো খাবার হোটেল থেকে হে মূল থাং (সামুদ্রিক মাছ, মাছের ডিম ও বিভিন্ন সবজি দিয়ে রান্না করা খাবার) খেয়ে আসি। ওর কথামতো দুপুরের খাবার হে মূল থাংই খেলাম। খাওয়া-দাওয়া করে আবার আমরা তাঁবুতে ফিরে আসি। বিকালের দিকে আমরা দু'জন এবং সঙ্গে আরো কয়েকজন কোরিয়ান মিলে সমুদ্রের পানিতে Water-Ball খেলি। এরই মধ্যে মিস কিম বলল চল আমরা water motor race-এ চড়ে আসি। প্রথমে আমি এতে চড়তে রাজি হলাম না। কেননা, এগুলোতে চড়তে গেলে আমার শারীরিক দিক দিয়ে কিছুটা অসুবিধা হয়। কিন্তু মিস কিমের জোরাজোরিতে আমি রাজি না হয়ে পারলাম না। এভাবেই সারাটা বিকেল পার করে দেই। প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। দূর-দূরান্ত থেকে যারা এসেছে তারা আস্তে আস্তে যে যার গন্তব্যে ফিরে যেতে শুরু করছে। কিন্তু আমরা দু'জন তাঁবু থেকে ফিরছি না। কেননা, কথা ছিল সমুদ্রের পাড়ে বসে জ্যোৎস্নায় আকাশে চাঁদের আলোটাকে উপভোগ করবো। যে কথা সেই কাজ। আমরা সাঁতারের ড্রেস পরিবর্তন করে সমুদ্রের পাড়ে চাঁদের আলো দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্যটা আস্তে আস্তে এ পৃথিবীর বুক থেকে নিজের আলোটাকে নিভিয়ে ক্ষণকালের জন্য নিজ গন্তব্যে ডুবে যাচ্ছে। তারই বিপরীত দিকে পৃথিবীটাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার জন্য চাঁদ নিজেই জেগে উঠেছে। কি সুন্দরই না লাগছে এই পৃথিবীর প্রতিদিনকার নিয়মের খেলাঘরটা?

ইচ্ছে ছিল অতিরিক্ত হলেও আরো একটা দিন এখানে থাকার। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই কি সব হয়। কেননা, আমার সঙ্গে যে মিস কিম ছিল ওর আবার পরের দিন আর্ট কলেজে জরুরি ক্লাস। পরের দিন অর্থাৎ ৯ আগস্ট আমরা সকালে Busan Railstation থেকে দ্রুতগামী ট্রেনে করে Seoul Railstation পর্যন্ত আসি। তারপর এখান থেকে যে যার গন্তব্যে ফিরে যাই। আমার হাতে ছুটির আরো তিন দিন আমার দেশীয় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটাই। এভাবেই হয়তো কেটে যাবে আমার গরমের আট দিনের ছুটি। হয়তো ছুটি শেষে আবার কোম্পানির কাজে লেগে যাবো।

A.K.P (Rahul)
Sinwol 7 Dong, Youngchon-Gu
953-1, Mido B/D
Seoul, South Korea

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.